62

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

সরকারী মদদে ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগ ও ছাত্র সমাজ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে

—ছাত্র দল সভাপতি এ্যানি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল নেতৃবৃন্দের উপর ছাত্র লীগ ও জাতীয় ছাত্র সমাজের হামলার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র দলের বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্র দল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, সরকারী মদদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র লীগ ও ছাত্র সমাজ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, ছাত্র দলের নেতাদের উপর হামলা করেছে, প্রতিরোধের মুখে ছাত্র সমাজের বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে গেছে। তিনি ছাত্র দল নেতাদের আহত করা ও ক্যাম্পাসের গুলী বর্ষণের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

দানের দাবী জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে খুনী সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযুক্ত করে অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবী করেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে ছাত্রদল আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচী দেবে। পোশাকধারী ও সাদা পোশাকে অস্ত্রধারী বিপুলসংখ্যক পুলিশের প্রহরা ও সমাবেশ ঘিরে গোয়েন্দা পুলিশের ৪টি মাইক্রোবাসের অবস্থানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি এ্যানি

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল সভাপতি এ্যানি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাবেন না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বড়ই পিচ্ছিল-বিষাক্ত। এ ক্যাম্পাসের ছাত্র আন্দোলনকে কেউ দমন করতে পারবে না। অত্যাচার-নির্যাতন বেড়ে গেলে আমরা শেখ হাসিনাকে রাজপথে প্রতিরোধ করবো। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সিনিয়র সহ-সভাপতি নাসিরুদ্দীন পিন্টু, কেন্দ্রীয় নেতা আবদুল খালেক, মঞ্জুর এলাহী, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মোজাফফর হোসেন জাকির, মনোয়ার হোসেন রানা, সাহাবুদ্দীন লাল্টু, মনির হোসেন, কাজী রফিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম-আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম।

শহীদ উদ্দীন এ্যানি বলেন, ডাকসু ভেঙ্গে নির্বাচন দিলে ছাত্রদল তা মানবে না। তিনি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্রসমাজকে দায়ী করে বলেন, তারাই ডাকসু নির্বাচন চায় না। তিনি ছাত্রদল নেতা লাল্টু, সেলিম ও জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি চুন্নুর উপর হামলার ঘটনা তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তারের দাবী জানান।